

কমিটি দখল নিয়ে দুই গ্রুপ মুখোমুখি

মুন্সিফ আফসার

রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সরকারি দলের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আয়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্যে ছাড়াও সব ধরনের কেনাকাটায় ভাগ বসানো অনেকটা ওপেন সিক্রেট বিষয়। বিশেষ কমিশন দেয়া ছাড়া কোনো



বিপাকে আইডিয়াল স্কুল

এক গ্রুপ চায় নির্বাচন বানচাল করে নানামুখী অবৈধ আয়ের কারবার বহাল রাখতে

দুনীতি বন্ধের নামে অপর পক্ষ একই উদ্দেশ্যে যে কোনো মূল্যে নির্বাচন চায়

বিরোধ গড়িয়েছে হাইকোর্টে

ঠিকানারও এখানে অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করতে পারেন না। এমনকি স্কুলের সামনে হকারদের কাছে ভাসমান দোকানের সিট বিক্রিও হয় তাদের নির্দেশে। একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে এই যখন অবস্থা, তখন এসব খাতের মোটা অংকের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতারা নিজেরাই ঘন্থে জড়িয়ে পড়েছেন। ভেতরের এ ঘন্থ ক্রমেই চাউর হতে শুরু করেছে। সর্বশেষ বিভিন্ন সূত্রে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে এক শ্রেণীর অভিভাবক ও কয়েকজন শিক্ষক মিলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সম্মুখে

দুটি গ্রুপও তৈরি হয়েছে। আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে দুই গ্রুপ এক রকম মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এরা দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি বাণিজ্য থেকে শুরু করে স্কুলের বিভিন্ন আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এ নিয়ে সৃষ্ট ঘন্থ এতদিন ছাইচাপা থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডির (জিবি) নির্বাচন সামনে রেখে তা প্রকাশ পেয়েছে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে হাইকোর্টে একাধিক রিট দাখিল হয়েছে। এমনকি দু'গ্রুপ একাধিক দিন পাষ্টোপাষ্টি মহড়া দিয়েছে। সর্বশেষের আশংকা, পরিস্থিতি এমনই ড়য়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে— এ নিয়ে যে কোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটতে পারে। এ রকম আশংকায় অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা' অনুযায়ী দেশের বেসরকারি পর্যায়ের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার একক ক্ষমতা জিবির হাতে। সর্বশেষের জানিয়েছেন, এ' মুখোমুখি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুখোমুখি : দুই গ্রুপ

প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং ৬ শতাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী রয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নানা খাতে আদায় করা ফি, প্রতিবছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি, কোর্চিং, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বদলি, উপরের ক্লাসে শিক্ষার্থী পদোন্নতি, ক্লাস শিক্ষক নিয়োগ, প্রশমপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য মনোনয়ন, বিভিন্ন ধরনের কেনাকাটা, স্কুল ড্রেস, ভবন নির্মাণ ও সংস্কার, আসবাবপত্র, পুরাতন বই বিক্রি, জেনারেলের পরিচালনাপত্র নানা খাতের কার্যক্রম বছরে কোটি কোটি টাকা আদায় ও লেনদেন হয়ে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, এসব কার্যক্রমে ব্যাপক অসচ্ছতা, অনিয়ম-দুনীতি ও বাণিজ্যের ঘটনা ঘটে। তাই প্রতিষ্ঠানের জিবি যাদের দখলে থাকবে, তারা এই বাণিজ্যের অধিগিত লাইসেন্স (!) পেয়ে যান। এমন প্রত্যাশা ও জড়ীত অভিজ্ঞতা থেকে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থাঘেযী গ্রুপ দুটি মরিয়া হয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। আর এ কারণে নির্ধারিত সময়ের এক বছর পর নির্বাচন আয়োজন সত্ত্বেও কমিটি দখল প্রসঙ্গে দু'গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। আর এটা করতে গিয়েই উচ্চ আদালতে মামলা, এমনকি প্রতিপক্ষকে দমনের লক্ষ্যে কেউ কেউ সরকার প্রধানের নাম ভাঙানোর চেষ্টাও করছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে স্কুলটিতে আওয়ামী লীগের একটি অংশের সহকারী কথ্য স্বীকার করেছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও জিবির সদস্য সচিব ড. শাহানআরা বেগম। তবে নির্বাচনকেন্দ্রিক, না অবৈধ ভর্তির জন্য চাপ দিতে এ সহকারী ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন বলে জানান। বিগত বেশ কয়েকদিন স্কুলটিতে সরেজমিন পরিদর্শনকালে অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে যুগান্তর প্রতিবেদকের কয়েক দফা আলাপ হয়। তারা যুগান্তরকে জানান, ৬ জুন স্কুলের জিবির নির্বাচন। এর আগে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে ১ জুন। কিন্তু এ নির্বাচন নিয়ে বর্তমানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে সফল ঘটনা ঘটলে পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা আশংকা প্রকাশ করেন। তবে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, এরপরও তারা নির্বাচন চান। কেননা, নিয়মিত কমিটি ও কমিটিতে অধিকাংশ অভিভাবকের কাঙ্ক্ষিত প্রতিনিধি না থাকায় স্কুলটি একটি ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে তাদের দাবি। দৃষ্টান্ত দিয়ে তারা অভিযোগ করেন, স্কুলে প্রতিবছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে খোঁরতর বাণিজ্য হয়। বৈধভাবে যে ক'জন ভর্তি হয়, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অবৈধভাবে ভর্তি করার ঘটনা রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত রেটের বেশি ফি নেয়া হয়। এ দশা এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায়ও। অতিরিক্ত ফি নেয়ার কারণে গত নভেম্বরে হাইকোর্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকে উলব করেছিলেন। হাইকোর্ট ওই সময় বাড়তি নেয়া ফি ফেরত দিতে নির্দেশও দেন। কিন্তু সব অভিভাবক তাদের কাছ থেকে নেয়া বাড়তি অর্থ ফেরত পাননি বলে নাম প্রকাশ না করে বেশ কয়েকজন অভিযোগ করেন। তারা বলেন, গভর্নিং বডি বা জিবি কমিটিতে নির্বাচিত ও সং প্রতিনিধি পাঠাতে পারলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো। এ কারণেই তারা নির্বাচন চান; শান্তিনগর এলাকার দু'জন অভিভাবক বলেন, আমাদের মেয়েরা এসএসসি পাস করলে এ স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়বে। তাই অনেক কিছু বলতে চাইলেও তারা নাম প্রকাশ করে কিছু বলতে পারছেন না।

এ ব্যাপারে স্কুলটিতে লেখাপড়া করা শিক্ষার্থীদের সংগঠন অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবীর দুপুর কাছের জানতে চাইলে তিনি বলেন, কিছু শিক্ষক আর জিবির সদস্যের কারণে স্কুলে লেখাপড়ার পরিবেশ দিন দিন নষ্ট হচ্ছে। কেউ কেউ লেখাপড়ার পরিবর্তে অর্থ আয়ের নেপায়ে নেমে পড়েছেন। আমরা স্কুলে সংঘটিত সবধরনের অনিয়ম-দুনীতির অবসান চাই।

৬ জুন প্রতিষ্ঠানটির জিবির বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধি নির্বাচন। মোট ১৩ সদস্যের জিবির মধ্যে সভাপতি হিসেবে আছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। পদাধিকার বলে সদস্য সচিব হলেন অধ্যক্ষ। বাকি ১১ সদস্যের মধ্যে ১০টিতে নির্বাচন হচ্ছে। ১০ সদস্যের মধ্যে অভিভাবক প্রতিনিধি কলেজ শাখায় ২, স্কুল শাখায় ২, প্রাথমিক ১ এবং সংরক্ষিত মহিলা ১ জন। শিক্ষক প্রতিনিধি কলেজ, স্কুল ও সংরক্ষিত মহিলা ১ জন করে ৩ জন এবং দাতা সদস্য ১ জনসহ মোট ১০ জন। প্রাথমিক শিক্ষক ভোটার না থাকায় এ কোটায় শিক্ষক প্রতিনিধি পদে নির্বাচন হচ্ছে না।

শোভা নিয়ে জানা গেছে, এ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গ্রুপ (সিডিকেট) তৈরি হয়েছে। এর একাংশে আছেন আওয়ামী লীগের মতিঝিল থানা শাখার সভাপতি গোলাম আশরাফ তালুকদার। অপর অংশে সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম টিপু। এদের মধ্যে আশরাফ তালুকদার বিগত প্রায় সাড়ে ৬ বছর ধরে নিয়োগস্বাহী কোর্চিং জিবির সদস্য। টিপু বর্তমানে কোনো পদে নেই। নির্বাচন মেয়াদ কমিটিতে করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় টিপু নতুন করে কমিটিতে আসার চেষ্টা শুরু করেছেন। যে কারণে তিনি নিজের স্ত্রী ফারজানা ডলিকে জিবির সদস্য পদে প্রার্থী করা থেকে শুরু করে অন্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন কমিটির চেয়ার আঁকড়ে থাকা বিনয়ান জিবির প্রভাবশালী সদস্যরা নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রাখতে উঠেপড়ে লেগেছেন। এই অংশটি গোলাম আশরাফ তালুকদারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন বলে জানা গেছে। ওদিকে বসে নেই টিপু গ্রুপ। তারাও যে কোনো মূল্যে নতুন কমিটি গঠন করে তার নিয়ন্ত্রণ কর্তা হতে চান।

শোভা নিয়ে জানা গেছে, জাহিদুল ইসলাম টিপুর স্ত্রী ফারজানা ডলির বিরুদ্ধে যাকে প্রার্থী দেয়া হয়েছে তিনি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জেন নির্গতারা স্ত্রী সুলতানা পারভীন রিপা। তিনি জিবির বর্তমান কমিটির কয়েকজন সদস্যের আস্থাভাজন বলে জানা গেছে। অভিযোগ উঠেছে, টিপু শিক্ষার্থী 'অবৈধ ভর্তির জন্য চাপ' দিতে স্কুলে মহড়া দিয়েছেন। স্কুলে ভর্তির যে কলোনি কোটা (৪০ শতাংশ) রয়েছে, তাও তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। ওই কোটার বাইরেও ভর্তির জন্য চাপ দিতে এখন তিনি স্কুলে মহড়া দিচ্ছেন। ২২ মে রাতে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে এমন অভিযোগের কথা নিশ্চিত করেন স্কুলের অধ্যক্ষ ড. শাহানআরা বেগম। ওই রাতে আওয়ামী লীগের মতিঝিল থানা শাখার সভাপতি ও জিবির বর্তমান সদস্য গোলাম আশরাফ তালুকদারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনিও 'অবৈধ ভর্তির চাপ সৃষ্টির জন্য মহড়া দেয়ার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেন। বিষয়টি তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার রুপাও জানান। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে টিপু বলেন, নির্বাচনে স্ত্রীর পক্ষে প্রচারণার জন্য স্কুলে গিয়েছেন তিনি, ভর্তির চাপ দেয়ার অভিযোগ সঠিক নয়। আরও দাবি করেন, স্কুলটিতে বর্তমানে দুনীতি সীমা ছাড়িয়ে

গেছে। আমাদের বাপ-দাদারা এটি গড়ে গেছেন। তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে পারি না। আমরা জিবি দখল নয়, দুনীতির অবসান চাই। তাই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কলোনি কোটা ৪০ ভাগ রয়েছে। সেটা বৈধ ভর্তি। নির্দিষ্ট শর্তপূরণ না করলে কেউ এ কোটায় ভর্তি হতে পারে না। কিন্তু এবারও বৈধ ভর্তির বাইরে লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগে ৭০ জনকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে। আমি সেটার প্রতিবাদ করি বলে আনার বিরুদ্ধে অপবাদ করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিধিমালা অনুযায়ী কোনো স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক জিবি কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। অথচ আশরাফ তালুকদার গ্রুপের হয়ে 'ছ' আদ্যক্ষরের একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক জিবি কমিটিতে নির্বাচিত হতে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। জানা গেছে, এই শিক্ষক প্রার্থিতা দাখিল করলে প্রিন্সাইডিং অফিসার ও ঢাকা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাকসুদা খন্দকার প্রবিধানমালায় ২-এর ৭ অনুযায়ী তার প্রার্থিতা বাতিল করেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে এই প্রার্থী ঢাকা জেলার এডিসির (শিক্ষা) কাছে আপিল করলে তিনিও তা খারিজ করে দেন। এরপরও এই প্রার্থী এ নিয়ে হাইকোর্টে রিট নামলা দাখিল করেছেন বলে সূত্রে জানা গেছে। স্কুলের বিভিন্ন মতিপত্রে দেখা গেছে, ২০০৩ সালের পর অধিকাংশ সময়ে এই শিক্ষক জিবিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে থেকেছেন। সেনাসমর্ধিত সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তদন্ত প্রতিবেদনেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এ ঘটনায় প্রণয় করে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের জিবি কমিটিতে নির্বাচিত হতে পারে (!) সূত্র জানায়, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি দখলের চেষ্টায় শুধু এই শিক্ষকই হাইকোর্টে রিট নামলা করেননি। নির্বাচন ঠেকানোর জন্য আরও দুটি রিট নামলা হয়েছে।

বিধিমালা অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা জিবি নির্বাচনে ভোটার হলেও প্রার্থী হতে পারেন না। এই বিধি দশম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এ বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি মামলা দাখিল হয়েছে বলে জানা গেছে। এর বাইরে দাতা সদস্যদের ভোটার করা নিয়ে পৃথক আরেকটি মামলা হয়েছে। সোনাবার এ মামলার (দাতা সদস্য) শুনানি অনুষ্ঠিত হয় হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে। হাইকোর্ট দু'জন দাতা সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় 'অইজুক্ত' করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করে একাধিক শিক্ষক ও অভিভাবক আরও জানিয়েছেন, উল্লিখিত তিনটি মামলার মধ্যে প্রথম দুটির বিষয়ে বিধিমালায় পরিষ্কার করে লেখা থাকা সত্ত্বেও রিট দাখিলের বিষয়টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মুক্ত নির্বাচন স্থগিত করে দেয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কেননা, বর্তমানে উল্লিখিত সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়মবহির্ভূতভাবে জিবির সদস্য আছেন। তার সঙ্গে আছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও স্কুলের শীর্ষ শিক্ষকও। তাই নির্বাচন না হলে এই সিডিকেটই বহাল তব্বিতে থাকতে পারবে। বিশেষ করে ১৩ জন বর্তমান এতহক কমিটির মেয়াদ শেষ হলে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান সত্ত্ব না হলে আরেকটি সিডিকেট কমিটি অনুমোদন করানো সম্ভব হবে। এসব বিবেচনা স্থগিতের বদলে ঘটনকে বহাল রাখা হবে অভিভাবক। যুগান্তরের কাছের অসংখ্য অভিযোগ এসেছে।